দৈনিক বাংলা

133

06 MAR 1986
তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম ... 7 ...

এসএসসি পরীক্ষার্থীরা বুধবার ঢাকার টিচার্স ট্রেনিং কলেজ কেন্দ্রে টাঙানো তালিকা দেখে জেনে নেয়, কার কোথায় সিট পড়েছে —দৈনিক বাংলা

06 MAR 1986

আজ এসএসসি পরীক্ষা শুরু

চার বোর্ডে ৩ লাখ ৭০ হাজার পরীক্ষার্থী

॥ স্টাফ রিপোর্টার ॥

আজ বৃহস্পতিবার সারাদেশে ১৯৮৬ সালের এসএসসি পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। পরীক্ষা গ্রহণের যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে।

এবার দেশের চারটি শিক্ষা বোর্ডে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৩ লাখ ৬৯ হাজার ৯শ। এরমধ্যে মহিলা পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১ লাখ ৮ হাজার। তিনটি বিদেশী কেন্দ্রসহ মোট ৫শ' ৭২টি কেন্দ্রে

এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রের তালিকা ৬ ও ৭-এর, পৃষ্ঠায়

এসএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিদেশের

(শেষ পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

দৈনিক বাংলা

06 MAR 1986
তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম ... 7 ...

আজ এসএসসি পরীক্ষা শুরু

(১ম পৃঃ পর)

কেন্দ্র তিনটি হলো: লন্ডন, জেদ্দা ও ত্রিপলী। প্রত্যেক কেন্দ্রে সুষ্ঠুভাবে যাতে পরীক্ষা সম্পন্ন হয় সেজন্য সম্ভাব্য সব রকম ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

দেশব্যাপী মাধ্যমিক শিক্ষক ধর্মঘটের মুখে এবারের এই এসএসসি পরীক্ষায় কোন কেন্দ্রে যাতে কোন বিশৃংখলা না ঘটে, সেজন্য রাজধানীর ৪১টি কেন্দ্রের ২শ গজের মধ্যে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। এই ধারাটিতে চারের অধিক কাউকে একত্রে সমাবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। দেশের প্রায় প্রত্যেক জেলা শহরেও এই ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

পরীক্ষা সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে চালানোর উদ্দেশ্যে দেশের ৬৪টি জেলায় একটি করে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ খোলা হয়েছে। ঢাকা থেকে পাঠানো বিসিএস ক্যাডার সার্ভিসের শিক্ষা বিভাগে নিয়োজিত একজন করে অফিসার জেলা পর্যায়ের কন্ট্রোল রুম তদারক করবেন। তিনিই অন্যদের সহায়তায় পরীক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনা করবেন। সার্বিক তত্ত্বাবধানে রয়েছেন সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক। জেলা পর্যায়ের নিয়ন্ত্রণ কক্ষগুলি কেন্দ্রীয় ভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষ।

উপ-সচিব পদমর্যাদার একজন অফিসারের নেতৃত্বে ১০ জন অফিসার দেশের সকল পরীক্ষা কেন্দ্রের খোঁজ-খবর নেবেন। এছাড়া, চারটি শিক্ষা বোর্ডে আরো চারটি কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। এই কন্ট্রোল রুমগুলি পৃথক পৃথকভাবে পরীক্ষা ব্যবস্থা তদারক করবে।

কোন পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে কোন গোলযোগ বা অব্যবস্থার খবর পেলে সেখানে দ্রুত পৌঁছানোর জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা পরিদফতর ও শিক্ষা বোর্ড থেকে পৃথক পৃথকভাবে পরিদর্শক দল থাকবে।

এবার চারটি বোর্ডের মধ্যে ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বেশী। যশোর বোর্ডের পরীক্ষার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে কম। এই দুই বোর্ডের পরীক্ষার্থীর সংখ্যা যথাক্রমে ১ লাখ ১১ হাজার ৭শ ও ৮০ হাজার ৯শ ৭৪। এছাড়া রাজশাহী বোর্ড থেকে ৯০ হাজার ৪শ ও কুমিল্লা বোর্ড থেকে ৮৬ হাজার ৬শ পরীক্ষার্থী অংশ নিচ্ছে।

আজ বৃহস্পতিবার বাংলা প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষা হবে। কাল শুক্রবার ছুটি। পরীক্ষা চলবে ৩রা এপ্রিল পর্যন্ত।

প্রবেশপত্র ছিনতাই

গতরাতে কন্ট্রোলরুম সূত্রে জানা গেছে যে চট্টগ্রামের ওয়াজেদিয়া হাই স্কুল থেকে ৪০/৫০টি প্রবেশপত্র ছিনতাই হয়েছে। তবে তাদের বিকল্প প্রবেশপত্রের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে বলে কন্ট্রোলরুম জানিয়েছে।

আমাদের মাইজদীকোর্ট সংবাদদাতা জানান, একজন ম্যাজিস্ট্রেট প্রতাপগঞ্জ হাইস্কুলে প্রবেশপত্র নিয়ে গেলে পরীক্ষার্থীরা তাঁকে স্কুল অফিসে ঢুকিয়ে তালা লাগিয়ে দেয়। ৪৫ মিনিট পর অভিভাবকরা তাঁকে মুক্ত করে। এই কেন্দ্রের ৬শ পরীক্ষার্থী প্রবেশপত্র নিতে অস্বীকার করেছে।

আমাদের বগুড়া প্রতিনিধি জানিয়েছেন, সেখানকার সোনাতলা হাইস্কুলের পরীক্ষার্থীরা শিক্ষকদের জেলে আটক রেখে পরীক্ষা দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। তারাও প্রবেশপত্র নেয়নি।

প্রতিনিধি জানান, আমাদের পাবনা সুজানগর হাইস্কুল কেন্দ্রে প্রায় ৫০ জন যুবকের একটি দল একশ ৪৫ জন পরীক্ষার্থীর প্রবেশপত্র ছিনিয়ে নেয়। পরে এদের হামলায় একজন পরীক্ষার্থী আহত হয়।

একই সময়ে সুজানগর উপজেলার সাতবাড়িয়া পরীক্ষা কেন্দ্রে এক দল যুবক চড়াও হয়ে কেন্দ্রের বেঞ্চ পার্শ্ববর্তী পুকুরে ফেলে দেয়।

সুজানগর উপজেলায় ইউএনও জানান, থানার মাত্র কয়েক গজ দূরে সুজানগর হাইস্কুল থেকে প্রবেশপত্র ছিনিয়ে নেয়ার পরে এই যুবক দল ইউএনও উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও একজন পরীক্ষার্থীর বাসায় ইট-পাটকেল ছোঁড়ে। কর্মকর্তাদের বাসভবনের ক্ষতি এবং পরীক্ষার্থী আহত হয়েছে।

পাবনার জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে জানান, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

ছিনিয়ে নেয়া প্রবেশপত্রের ডুপ্লিকেট সংগ্রহ করে তা পরীক্ষার্থীদের দেয়া হয়েছে বলে জেলা প্রশাসক জানান।

আমাদের সিলেট প্রতিনিধি জানিয়েছেন, গতকাল পুলিশ পাহারায় এসএসসি পরীক্ষার্থীদের প্রবেশপত্র পরীক্ষার্থীদের কাছে বিলি করা হয়েছে।

এদিকে ধর্মঘটী শিক্ষকরা পরীক্ষা প্রতিহত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

আজ সকাল ১০টায় একজন ম্যাজিস্ট্রেটের তত্ত্বাবধানে জেলা প্রশাসক পরীক্ষার্থীদের প্রবেশপত্র বিলি করেন। এসময় প্রত্যেক কেন্দ্রে পুলিশ পাহারা ছিল।